চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠ

জামিল হাসান সুজন

এস, এন, এক্সচেঞ্জ এর সহযোগিতায় এবং ঢালী ভিজুয়াল আর্টস এর পরিবেশনায় গত ২৫ ও ২৬ অক্টোবর সিড্নীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । সেরা ১১ জন শিল্পীর অংশগ্রহণের কথা থাকলেও এস এস সি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য একজন (পুজা) আসতে পারেনি। বাকী দশ জন হলো রোমেল, ইমরান, ইউসুফ, নির্বাচিতা, শারমিন, ঝিলিক, মনির, আলিফ, আশিক এবং চম্পা বণিক।

প্রথম দিন অনুষ্ঠানটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ৩০ ডলার মূল্যমানের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে বলে পূর্বেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। অথচ হলে গিয়ে দেখলাম অনেক আসন খালি পড়ে রয়েছে। অনুষ্ঠানের আয়োজকদের কেন এই মিথ্যাচার তা বোধগম্য হলোনা।

দেশ থেকে এই দশ জন শিল্পীকে উড়িয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা রেখেছেন বিশিষ্ট নাট্য আভিনেতা তুষার খান জানা গেল অনুষ্ঠানে এসে।

বাংলাদেশে ‘‘চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠ’’ অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করে যিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন সেই ফারজানা ব্রাউনিয়া এসেছিলেন এই দলের সাথে। সত্যি কথা বলতে কি এই উপস্থাপিকাই সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য করে রেখেছিলেন। দর্শকদের সাথে যোগসূত্র রচনা করে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল আনন্দময়। বিশেষ করে শিল্পীদের গানের সাথে দু একজন দর্শকের মঞ্চে ও মঞ্চের সামনে উদ্দাম নৃত্য সুধী দর্শক শ্রোতা অনেকদিন মনে রাখবে। শিল্পীরা তাদের সাধ্য মত চেষ্টা করেছেন সবাইকে

ক্যামেরা-সুন্দরী ও মঞ্চ-চৌকষ উপস্থাপিকা ফারজানা ব্রাউনিয়া। তার শরীরের উম্মুক্ত অংশের প্রতিটি স্থানে পাউডার ও প্রসাধনীর প্রলেপ পড়লেও ভুলবশত কনুই থেকে হাতের কব্জি অবদি তা পড়েনি। স্পষ্ট হলো তার গায়ের রঙের ব্যবধান। তবুও তন্বী ও পেলব মুখমন্ডলের ফারজানা দর্শক-শ্রোতাদের হৃদয় কেড়ে নিয়েছিল।

আনন্দ দিতে। এই পরবাসে নিজের দেশের শিল্পীদের কণ্ঠে সরাসরি মঞ্চে লাইভ বাংলা গান শোনার আমেজই অন্যরকম। ধন্যবাদ দিতে হয় আয়োজকদের এই জন্য যে, শিল্পীরা ট্র্যাকের সংগে নয়, গান গেয়েছে বাদ্যযন্ত্রের সাথে। দলের সাথে আসা এই বাদ্যযন্ত্রীদের বাজানো বাজনায় দারুন উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল সমগ্র অনুষ্ঠান। আসলে এই বিদেশ বিভুঁয়ে বসবাসবারী বাঙ্গালীরা এই জাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার জন্য আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে থাকে। অনুষ্ঠানে এসে অন্যান্য বাঙ্গালীদের সাথে এই আনন্দ ভাগাভগি করে নেয় তারা।

বয়সে নবীন এই সব শিল্পীদের গান পরিবেশনা ছিল অনবদ্য ও অপূর্ব। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো জনৈক দর্শক একজন শিল্পী সম্পর্কে বিরুপ মন্তব্য করায় অভিমান করে শিল্পীটি বিরতির পরে আর গান গাইতে আসেনি। দর্শকদের এ হেন আচরণ আমাদের কারুরই কাম্য নয়।

সামগ্রিক অর্থেই একটি চমৎকার ও সফল অনুষ্ঠান ছিল এটি। পরিশেষে আবারও আয়োজকদের অসংখ্য ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাই একটি সফল অনুষ্ঠান পরিবেশনার জন্য।

দর্শকসারীতে সস্ত্রীক অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা পরিষদের কর্মকর্তা বেল্লাল হোসেন ঢালী। পেছনে বসা সিডনীর বিশিষ্ঠ সঙ্গিত শিল্পী অমিয়া মতিন

কর্ণফুলী রিপোর্ট

জামিল হাসান সুজনের পুর্বের লেখাগুলো পড়তে হলে এখানে টোকা মারুন

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের একাংশ। একমাত্র পুত্রসন্তান কোলে বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি হারুনর রশীদ [নবিন]